ভোরের কাগজ

বেসরকারি শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের কিছু সমস্যা প্রসঙ্গে

আনোয়ারুল হক নূরী

এটাকে শিক্ষামন্ত্রীর অদূরদর্শিতা, অনভিজ্ঞতা কিংবা অযোগ্যতা বলা ঠিক হবে কিনা জানি না। চোখ বুজে যদি নীতি প্রণয়ন করতে চান তাহলে দেশ ও জাতিরই ক্ষতি হয়। '৯৯-এর নববর্ষের শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী উপহার হিসেবে নীতি প্রণয়ন করলেন—৬০ শতাংশের কম ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার। ধন্যবাদ দেওয়াই প্রয়োজন শিক্ষামন্ত্রীকে। এ দেশের বড়ো মানুষের বড়ো চিন্তা বরাবরই নগরকেন্দ্রিক। তেলা মাথায় তেল দেওয়া যাদের স্বভাব তাদের কানে তো দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের বেদনার বীণার সুর পৌঁছে না। বেসরকারি শিক্ষকরা সরকারের দিনমজুরি শ্রমিক। যতো দোষ নন্দ ঘোষ। আসল কথা গ্রামের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে রাজপ্রাসাদের মন্ত্রীদের তেমন কোনো ধ্যান-ধারণা নেই। তাই যখন যেটা মন চায় সেটাই আইন হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয় জাতির ওপর। সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিচার-বিশ্লেষণ করে সময়, স্থান, দেশ ও মানুষের অবস্থান দেখেশুনে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ না করলে জাতির জন্য সে আইন ক্ষতিকর ও আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল হবে।

বেসরকারি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কেন ফেল করে? এ প্রশ্ন সকল মানুষের, সকল শিক্ষকের; কিন্তু এর কারণগুলো চিহ্নিত না করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কেন? এ ব্যাপারে আমি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে চাই।

ক : সরকার বা বোর্ডগুলো কিভাবে নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস হয়নি এমন ছাত্র ছাত্রীকে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলতে পারেন তার কোনো প্রমাণ নেই। স্বরূপ উন্মোচন করলে প্রতিটি স্কুলপ্রধান ও কলেজ প্রধানকে জবাবদিহি করতে হবে। এক্ষেত্রে আমলা ও প্রধানদের দহরম-মহরম সম্পর্কের কথা তো উল্লেখই করা যাবে না।

খ : সমাজের প্রভাবশালী লোক : সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রীদের ব্যাপারে স্কুল-কলেজের প্রধানদের মানসিক চাপ প্রদান করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রধানগণ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন, বোর্ডগুলো কিভাবে এসব ত্রুটি বিচ্যুতি মেনে

অথচ শিক্ষাখাতে বিপুল বরাদ্দ দেখালেও মাধ্যমিক স্তরে সরকার সামান্যতম অর্থ যোগান দেয়। যার ফলে বেসরকারি শিক্ষকগণ নিয়মিত কোনো বেতন পান না। তিন মাস পর ব্যাংক কর্মকর্তাদের মর্জি মাফিক ৮০ শতাংশ অনুদান প্রদান করবেন। আর আমলারা এসব দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো বুলি আর উদ্ভট আইন প্রণয়ন করেন।

নেয়? বড়ো রহস্যময় ও জটিল সমস্যা রয়েছে বড়োকর্তাদের মাঝে। আর তার সম্পূর্ণ মাসুল বহন করতে যাচ্ছে সাধারণ শিক্ষকগণ। এ সবকিছু তদন্ত করা কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয়? কেন শুধুমাত্র হাতে গোনা মানুষের অপরাধের জন্য সমগ্র জাতি দুর্ভোগ পোহাবে?

গ : বেসরকারি স্কুল-কলেজে ভর্তি হয় সাধারণ অধীহারী, জনগণের ছেলেমেয়ে। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। যার কারণে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ, শিক্ষা উপকরণ, বইপত্র থেকে বঞ্চিত। অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত অভিভাবকগণ ছুটে আসেন স্কুলে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের ওপরের ক্লাসে তুলে দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে আমাদের অনগ্রসর মানসিকতার কারণে ৮০ শতাংশ মানুষ ছাত্রীদের ব্যাপারে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। অনেকে ফেল করা মেয়েকে ওপরের ক্লাসে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে বসেন। পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে প্রধানগণ অন্যায় কাজকে দক্ষতা বলে বিবেচনা করেন।

ঘ : সর্বশেষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দণ্ডাদেশ হয়েছে যে, ৬০ শতাংশ পাস না করলে মুষ্টি ভিক্ষার চাল সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাই স্কুল-কলেজগুলোর প্রধানগণ সুশিক্ষিত মানুষের বদলে সার্টিফিকেট সর্বস্ব মানুষ গড়ে দেন ছাত্রছাত্রীদের। কেননা আমলারা চান পাস, চান না সুদক্ষ, সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী নাগরিক। আমলারা নীতির নামে জাতিকে ধ্বংস করার কৌশল প্রয়োগ করছেন একের পর এক। সুতরাং সরকারের বোধোদয় হওয়া উচিত— পাস নয়; প্রকৃত শিক্ষা কিভাবে দেওয়া যায় সেই কৌশল ও নীতি প্রণয়ন করা যায়।

ঙ : কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুল প্রধান প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়াবার নিমিত্তে এবং স্বল্প বেতনভোগী শিক্ষকদের বেতন প্রদানের নিমিত্তে ঢালাওভাবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীদের পাস করিয়ে দেয়। পরীক্ষা যেন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। মনে হয় যেন স্কুল না অর্থ উপার্জনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এজন্য দায়ী সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদেরও পরিবার/পরিজন আছে সুতরাং তাদের বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই। অথচ শিক্ষাখাতে বিপুল বরাদ্দ দেখালেও মাধ্যমিক স্তরে সরকার সামান্যতম অর্থ যোগান দেয়। যার ফলে বেসরকারি শিক্ষকগণ নিয়মিত কোনো বেতন পান না। তিন মাস পর ব্যাংক কর্মকর্তাদের মর্জি মাফিক ৮০ শতাংশ অনুদান প্রদান করবেন। আর আমলারা এসব দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো বুলি আর উদ্ভট আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু সরকারি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন না। যাকে বলে—'শক্তের ভক্ত নরমের যম'।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের প্রাগ্রসর চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন। ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা পরিহার করে জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা হাতে নিলে সবকিছুর সমাধান পাওয়া সম্ভব।

আনোয়ারুল হক নূরী : শিক্ষক।

তারিখ ... JAN 14 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩